NOV. 29 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ .....

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যায় না?

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ যে অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, সন্দেহাতীতভাবে তার প্রধান কারণ 'ছাত্রসংগঠন' ও 'ছাত্ররাজনীতি'। দলীয় লেজুড়বৃত্তি তথা গডফাদারপুষ্ট ছাত্ররাজনীতির শিক্ষাঙ্গনগুলোয় শিক্ষার সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে তার পবিত্রতা কলুষিত করছে। মেধা ও বুদ্ধি চর্চায় কলমের পরিবর্তে ছাত্ররা প্রায়ই বিভিন্ন হল দখল-পাল্টা দখল প্রতিযোগিতায় মারাত্মক সব অস্ত্র ব্যবহার করছে। অবস্থা এমনই যে, ছাত্ররাজনীতির জন্য কলম নয়, অস্ত্রই উপযোগী ও মানানসই। সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার কল্যাণে সাম্প্রতিক ছাত্ররাজনীতির যে ছবি দেশবাসীর চেপে বসেছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নিজ দলীয় ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেছেন। ১ অক্টোবরের পর থেকে (ছাত্র রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রথানুযায়ী) বিজয়ী দলের ছাত্র সংগঠন যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দখল করতে থাকে, তাতে সংবাদপত্রসহ সচেতন মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তারই জের ধরে প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন। কিন্তু ছাত্রদলের রাজনীতি সাময়িক স্থগিত রেখে সরকার হয়তো কিছু বাহবা পাবে, সামগ্রিকভাবে জাতি উপকৃত হবে বলে মনে হয় না। এজন্য প্রয়োজন আরও সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও সাহসী সিদ্ধান্ত।

ছাত্রদের কি রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত? আমাদের মনে হয়, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ দেশের সব অভিভাবক এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলবেন। সন্তানদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কোন বাবা-মাই শঙ্কামুক্ত থাকতে পারেন না। যেকোন সময় তাদের অধ্যয়নরত সন্তানটি রক্তাক্ত লাশ হয়ে ফিরে আসতে পারে। যাদের সঙ্গতি আছে তারা তাদের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যাদের অতটা সঙ্গতি নেই, তাদের কী হবে?

বয়স্ক রাজনীতিকরা যদি দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন তাহলে ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। ছাত্ররা রাজনীতিতে না জড়াক, কিন্তু রাজনীতি সচেতন থাকবে না– তা হতে পারে না। তাদের অবশ্যই দেশ পরিস্থিতি এবং রাজনীতির গতিবিধি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তারা রাজনীতি করবে না, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে পড়াশোনা করবে।

ছাত্রদের সংগঠন থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু তা লেজুড়বৃত্তি না হওয়াই উচিত। ছাত্ররা আন্দোলন করবে নিজেদের দাবি নিয়ে। আজ পর্যন্ত এ দেশের ছাত্ররা

দৃশ্যপট ১৩ নভেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হল দখলের লড়াইয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের পিস্তল হাতে প্রকাশ্য মহড়া

সামনে ফুটে উঠে তাহল 'ছাত্ররাজনীতি' মানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলের প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখল সংস্কৃতির বড় অংশীদার।

৯০'র দশকে বাংলাদেশ যখন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধারণ করতে শুরু করে তখন থেকে 'ছাত্ররাজনীতি' জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনা না করে দলের লেজুড়বৃত্তি ও দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। গৌরবোজ্জ্বল ছাত্ররাজনীতির অধঃপতন শুরু হয় তখন থেকেই। গণতন্ত্রের নতুন যাত্রায় রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আরোহণে জনগণকে পাশ কাটিয়ে ছাত্রসংগঠনগুলোর ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় রাজনীতিতে মেধা ও বুদ্ধির বদলে অস্ত্রবাজ ও ক্যাডারদের কদর বাড়তে থাকে। এক সময় অস্ত্র ও ক্যাডারই হয়ে পড়ে ছাত্ররাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে পড়ে অস্ত্রবাজ ক্যাডার ও সন্ত্রাস সম্বল ছাত্ররাজনীতির সবচেয়ে নিরাপদ ও উপযুক্ত আশ্রয়স্থল। বিঘ্নিত হয় শিক্ষা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।

প্রশ্ন হল, ছাত্ররাজনীতির নামে এসব ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কি বন্ধ করা যায় না? ছাত্ররাজনীতির বিষাক্ত ছোবল থেকে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে উদ্ধারের কী কোন উপায় নেই। কি বলে জাতির বিবেক?

যে ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে সম্মানিত করেছে। জাতিকে বিভিন্ন সময় মুক্তির পথ দেখিয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় সেটাই আজ বাংলাদেশ ও সমগ্র জাতির বুকে জগদ্দল পাথরের মতো একটু তলিয়ে দেখলেই উপলব্ধি করা যায়, এবারের নির্বাচনে ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা কার্যত নেই বললেই চলে। ক্ষমতাসীন বিএনপিকে বিজয়ী করতে ছাত্রদলের কী ভূমিকা ছিল, তা সচেতন মহল অবশ্যই ভুলে যায়নি। বর্তমান সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছাত্রদল কোন ফ্যাক্টর হতে পারে না। যেমন পারেনি সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য তৎকালীন সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ।

সুতরাং সরল সমীকরণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'ছাত্ররাজনীতি' ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। তাই এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এখনই। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র সমাজ যাতে নির্বিঘ্নে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসিমউদ্দিন আহমেদ
সাবুয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

ছাত্র রাজনীতি কি বন্ধ হওয়া উচিত?

কাগজের দাম কমানো হোক, শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই পেতে চাই, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা চাই, উচ্চ শিক্ষাস্তরে আরও শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার চাই– এসব শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে কখনও আন্দোলন করেনি। ছাত্র রাজনীতি যতই খারাপ হোক, এ দেশের সংকটময় মুহূর্তে ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকেনি।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের জোরালো ভূমিকার কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলো যেভাবে প্রতিপক্ষের প্রতি হামলা-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তা এখন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চর দখলের মতো ছাত্রাবাস দখল, ছাত্রাবাসগুলোকে অস্ত্রাগার হিসাবে গড়ে তোলা, বইয়ের বদলে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া– তাদের মেধা ও মননের চর্চায় অবশ্যই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্র সংগঠনগুলো বিলুপ্ত করে দিলে সন্ত্রাস, হানাহানি অনেকটা বন্ধ হবে, বন্ধ হবে নকল প্রবণতা, ফিরে আসবে লেখাপড়ার পরিবেশ। ছাত্ররা সংগঠন করবে, আন্দোলন করবে, দাবি-দাওয়া জানাবে– সবই নিজেদের অধ্যয়নের স্বার্থে, দেশ গড়ার স্বার্থে। কারও লেজুড়বৃত্তি নয়– তারা চলবে নিজেদের তৈরি করা পথে।

তারিক অনিকেত
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল